১৫-০৪-১৭ প্রাতঃ-মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - পুরাতন দেহ এবং দৈহিক সম্বন্ধীরা যারা একে অন্যকে দুঃখ দেয় তাদের সবাইকে ভুলে গিয়ে কেবল বাবাকে স্মরণ করো, শ্রীমৎ অনুসারে চল।"

প্রশ্নঃ- বাবার সাথে ফেরত যাওয়ার জন্য বাবার কোন্ শ্রীমৎ পালন করতে হবে ?

উত্তরঃ- বাবার শ্রীমৎ হল বাচ্চারা, পবিত্র হও। জ্ঞানকে সম্পূর্ণ ধারণ করে নিজের কর্মাতীত অবস্থা তৈরি করো, তাহলেই বাবার সাথে ফেরত যেতে পারবে। কর্মাতীত না হলে মাঝপথে থেমে গিয়ে শাস্তি পেতে হবে। বিনাশের সময় অনেক আত্মা শরীর ত্যাগ করে ঘুরে বেড়ায়, বাবার সাথে যাওয়ার পরিবর্তে এখানেই আগে শাস্তি ভোগ করে হিসাব সমাপ্ত করে। এইজন্য বাবার শ্রীমৎ হল বাচ্চারা, মাথাতে যত পাপের বোঝা আছে, পুরাতন হিসাব আছে, সব যোগবলের দ্বারা ভস্ম করো।

গীতঃ- হে দূরের যাত্রী...

ওম্ শান্তি। এখন তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের বুদ্ধি থেকে তো সর্বব্যাপীর জ্ঞান বেরিয়ে গেছে। এটা তো ভালো করে বুঝতে হবে যে পরমপিতা পরমাত্মা প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা নুতন সৃষ্টির রচনা করেন। তিনি হলেন রচয়িতা, যাঁকে পরমাত্মা বলা হয়ে থাকে। এটাও বাচ্চারা জানে যে তিনি আসেন, এসে বাচ্চাদেরকে নিজের বানান। মায়ার হাত থেকে মুক্তি দেন। পুরাতন শরীর এবং তার সাথে সাথে যত মিত্র-সম্বন্ধী ইত্যাদিরা আছে, যারা কেবল একে অন্যকে দুঃখ দেয়, তাদেরকে ভুলতে হবে। যেমন কেউ যখন বৃদ্ধ হয় তখন তার মিত্র সম্বন্ধীরা তাকে বলে যে রাম নাম জপ করো। কিন্তু তারা তো মিথ্যা কথাই বলে। তারা নিজেরাও ভগবানকে জানেনা আর তাদের বুদ্ধিতেও পরমাত্মার স্মরণ থাকেনা। ভাবে যে পরমাত্মা হলেন সর্বব্যাপী। একদিকে গান করে - দূরের যাত্রী... আত্মারা দূর থেকে এসে শরীর ধারণ করে নিজের নিজের ভূমিকা পালন করে । এই সকল কথা মানুষের জন্যই বোঝানো হয়। মানুষ শিবের মন্দির বানায়, পূজা করে। তারপরেও এখানে ওখানে খুঁজতে থাকে। বলে দেয় যে তিনি আমার তোমার সবার মধ্যেই বিরাজমান। এদেরকে অনাথ বলা হয় - নিজের প্রভুকেই জানেনা। স্মরণ করে - হে ভগবান, কিন্তু তাঁকে জানেনা। হাত জড়ো করে। বোঝে যে তিনি নিরাকার। আমরা আত্মারাও নিরাকার। এটা হল আত্মার শরীর। কিন্তু আত্মাকে কেউই জানেনা। এটাও বলে যে ভ্রূকুটির মাঝে চকমক করে এক অদ্ভুত তারা। যদি তারার মতোই হবে তাহলে এত বড় লিঙ্গ বানায় কেন! এটাও জানেনা যে আত্মার মধ্যেই ৮৪ জন্মের পার্ট আছে। এখানে ওখানে খুঁজতে থাকে এবং ধাক্কা খেতে থাকে। সবাইকে ভগবান বলে দেয়। বদ্রীনাথও ভগবান, কৃষ্ণও ভগবান, পাথরও ভগবান। তাহলে এত দূরে দূরে খুঁজতে যায় কেন? যে আমাদের দেবী-দেবতা ধর্মের হবেনা সে ব্রাহ্মণও হবেনা আর তার ধারণাও হবেনা। তারা এমনিই ভালো ভালো বলতে থাকবে। বাবা বলছেন বাচ্চারা, আমি তোমাদেরকে সাথে করে নিয়ে যাব। যখন তুমি শ্রীমৎ অনুসারে চলে প্রথমে পবিত্র হবে, জ্ঞানকে ধারণ করবে, নিজের কর্মাতীত অবস্থা তৈরি করবে তখনই আমার সাথে ঘরে পৌঁছাবে। নাহলে মাঝপথে আটকে গিয়ে অনেক কড়া শাস্তি পেতে হবে। কিছু আত্মা মৃত্যুর পরে ঘুরে বেড়ায়। যতক্ষণ না শরীর মিলছে ততক্ষণ ঐভাবে ঘুরে ঘুরে শাস্তি ভোগ করবে। বিনাশের সময় এইসব স্থান খুব নোংরা হয়ে যাবে। মাথায় অনেক পাপের বোঝা আছে, তার হিসাব তো সবাইকেই মেটাতে হবে। কোনো কোনো বাচ্চা তো এখনও

পর্যন্ত যোগ কি তাই বুঝতে পারেনি। এক মিনিটও বাবাকে স্মরণ করেনা। তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে প্রতি মুহূর্তে এটাই বলা হয় যে বাবাকে স্মরণ করো, কারণ মাথাতে অনেক বোঝা আছে। মানুষ বলে যে পরমাত্মা হলেন সর্বব্যাপী। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তীর্থযাত্রার জন্য এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়। তারা মনে করে যে এইসব করলে পরমাত্মার সাথে মিলনের রাস্তা পাওয়া যাবে। বাবা বলেন, পতিত ভ্রষ্টাচারীরা তো আমার কাছে আসতেই পারবেনা। বলে দেয় যে উনি নির্বাণধামে চলে গেছেন, কিন্তু এইগুলো সব হল গল্পকথা। কেউই যায়না। তোমরা এখন জানো যে তারা ভক্তি মার্গে কতই না ধাক্কা খায়। এইসব শাস্ত্র ইত্যাদি পড়তে পড়তে মানুষকে নিচে তো নামতেই হবে। বাবা উঁচুতে ওঠান আর রাবণ নীচে নামায়। এখন বাবা বোঝাচ্ছেন যে তোমরা আমার মত অনুসারে চলে পবিত্র হলে এবং ভালোভাবে পড়লে স্বর্গে যেতে পারবে, নাহলে উঁচু পদ পাবেনা। কত প্রদর্শনীর সেবা হয়। এখন এইসব সেবা আরও বাড়তে থাকবে, গ্রামে গ্রামে যাওয়া হবে। এটা হল নুতন আবিষ্কার। নুতন নুতন পয়েন্ট বেরোতে থাকে। যতক্ষণ জীবন আছে ততক্ষণ তো শিখতেই হবে। তোমাদের লক্ষ্য হল ভবিষ্যতের জন্য। এই শরীর ত্যাগ করলে তোমরা গিয়ে রাজকুমার রাজকুমারী হবে। স্বর্গ মানে স্বর্গই। ওখানে নরকের চিহ্ন মাত্র নেই। ধরণীও উথাল-পাথাল হয়ে তারপরে নতুন হয়ে যায়। এই বাড়ি ঘর সব বিনাশ হয়ে যাবে। বলে যে সোনার দ্বারকা নীচে চলে গেছে। নীচে তো কেউ যায়না। এটা তো চক্র অনুসারে চলতে থাকে। এইসব তীর্থযাত্রা ইত্যাদি সব হল ভক্তিমার্গ। ভক্তি হল রাত্রি। যখন ভক্তির রাত্রি সম্পূর্ণ হয় তখন ব্রহ্মা আসে দিনের শুরু করার জন্য। দ্বাপর আর কলিযুগ হল ব্রহ্মার রাত্রি, তারপর দিন হওয়া উচিত। তোমাদের মধ্যে অর্থাৎ বাচ্চাদের মধ্যেও ক্রম আছে। সবাই তো আর একইরকম পড়বে না। বিভিন্ন শ্রেণী আছে। প্রদর্শনীতে দেখো কতজন আসে, ৫-৭ হাজার জন প্রতিদিনই আসে। কিন্তু তাদের থেকে বেরিয়ে আসে কতজন? কোটির মধ্যে কেউ, তার মধ্যে কেউ। লেখে যে বাবা, ৩-৪ জন উঠে এসেছে যারা নিয়মিত ক্লাস করে। কেউ কেউ আবার ৭ দিনের কোর্স করে আর আসেনা। যে দেবী-দেবতা ধর্মের হবে সেই এখানে টিকবে। সাধারণ এবং গরীবরাই উঠে আসে। খুব কম জন ধনী ব্যক্তিই এখানে টিকে যায়। অনেক পরিশ্রম করতে হয়। কেউ কেউ চিঠিও লেখে, কেউ আবার রক্ত দিয়েও লেখে। এরপরেও চলতে চলতে মায়া খেয়ে নেয়। যুদ্ধ চলতে থাকে এবং রাবণ জিতে যায়। যারা এদিক ওদিকের কথা শোনে তারা প্রজাতে চলে যায়। বাবা তো বোঝাচ্ছেন যে শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। যেরকম মাম্মা, বাবা এবং অন্যান্য অনন্য বাচ্চারা পুরুষার্থ করছে। মহারথীদের নাম তো নেওয়াই হয়, তাই না? পাণ্ডব সেনাতে কে কে আছে তাদের নামও প্রসিদ্ধ, আবার কৌরব সেনাতেও যারা মুখ্য তাদের নামও প্রসিদ্ধ। ইউরোপবাসী যাদবদের নামও আছে। যারা নামকরা ব্যক্তি খবরের কাগজেও তাদের নাম বের হয় । তাদের সকলেরই পরমপিতা পরমাত্মার সাথে বিপরীত বুদ্ধি। পরমাত্মাকে জানলে তবেই তো প্রীত হবে। এখানে বাচ্চারাও প্রীত রাখতে পারেনা, প্রতি মুহূর্তে ভুলে যায় আর পদভ্রষ্ট হয়ে যায়। বাবাকে যত স্মরণ করবে তত বিকর্ম বিনাশ হবে এবং উঁচু পদ মিলবে। অন্যকেও নিজের সমান বানাতে হবে, ক্ষমাশীল এবং অন্ধের লাঠি হতে হবে। কেউ অন্ধ, কেউ কানা আবার কেউ বধির হয়। এখানে বাচ্চাদের মধ্যেও ক্রম আছে। এইরকম বাচ্চারা ওখানে গিয়ে সাধারণ প্রজা এবং চাকর হবে। আগামী দিনে তোমরা সবকিছু সাক্ষাৎকার করবে। ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলে দেওয়া মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। ঈশ্বর তো হলেন জ্ঞানের সাগর, তিনি এসেই তোমাদেরকে জ্ঞান দিচ্ছেন, রাজযোগও শেখাচ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণের আত্মা যার এখন ৮৪ জন্ম সম্পূর্ন হয়েছে, সে এখন রাজযোগ শিখছে। কতই না গুহ্য কথা। এইসময়ে সবাই বাবাকে ভুলে গিয়ে মহান দুঃখী হয়ে গেছে। তোমরা বাচ্চারা যত যত পুরুষার্থ করবে তত তোমাদের ভেতর থেকে খামতি

বেরিয়ে যাবে, লক্ষ্য অনেক উঁচু। কয়েক কোটির মধ্যে থেকে ৮ জন সফল হয়। তারপর ১০৮ এর মালা তৈরি হয়। তারপর হল ১৬ হাজার। পুরুষার্থ করার জন্য এই ভয়ও দেখানো হয়। বাস্তবে ১৬ হাজারের নয়, মালা হয় ১০৮ জনের। উপরে ফুল তারপরে যুগল দানা থাকে, ক্রমানুসারে বিষ্ণুর মালা তৈরি হয়। পুরুষার্থ করার জন্য কত বোঝানো হয়। যে এই ধর্মের হবেনা সে কিছুই বুঝবে না। যখন মাম্মা বাবা বলো তখন অনুসরণ (ফলো) করে তাদের আসনে বসো। হতাশ (হার্টফেল) হয়ে যাও কেন! স্কুলে যদি কোনো বাচ্চা বলে যে আমি পাস করব না তাহলে সবাই বলবে যে এ বোকা বুদ্ধু। বিচক্ষণ বাচ্চারা ভালো করে পড়াশুনা করে এবং অনেক নম্বর পায়। তোমরা বাচ্চারা প্রদর্শনীতে অনেক ভালো সেবা করতে পারো। বাবাকেও জিজ্ঞাসা করতে পারো - বাবা, আমি কি সেবা করার যোগ্য? তখন বাবা বলতে পারেন যে বাচ্চা, তোমাকে এখনও অনেক কিছু শিখতে হবে, যোগ্য হতে হবে। বিদ্বান ব্যক্তির সামনে যে বোঝাবে তাকেও অনেক হুঁশিয়ার হতে হবে। প্রথমে তো এটা নিশ্চয় করানো হয় যে ভগবান এসে গেছেন। সবাই ডাকে - হে দূর দেশবাসী তুমি এসো, আমাদের সাথে নিয়ে চল কারণ আমরা অনেক দুঃখী। সত্যযুগে তো এতজন মানুষ হবেই না। সকল আত্মারা মুক্তিধামে চলে যাবে, যেটার জন্য দুনিয়া এত ভক্তি করে। বাবা বলছেন, আমি সবাইকে নিয়ে যাব। এক সেকেন্ডে মুক্তি এবং জীবনমুক্তি। নিশ্চয় হলে জীবনমুক্তি হবে, সেখানেও আবার বিভিন্ন পদ আছে। জীবনমুক্তিতে রাজা-রানীর পদ পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। মাম্মা-বাবা মহারাজা মহারানী হন। তাহলে আমরা কেন পদ পাব না। *যে পুরুষার্থ করবে সে লুকিয়ে থাকতে পারবেনা*। সমগ্র রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। যারা যারা দৈবী ধর্মের তারা অবশ্যই আসবে। মাম্মা-বাবা যদি রাজা-রানী হয় তাহলে আমরা কেন পুরুষার্থ করব না। বাবাকে বাচ্চারা চিঠি লেখে - বাবা, আমি কখনো কখনো সেন্টারে আসি। এখন মেয়ের বিয়ে দিতে চাই। কোনো জ্ঞানী ছেলে খুঁজে দিলে মেয়ের বিয়ে দেব। কিন্তু মেয়ে বলে যে আমি বিয়ে করব না। এরজন্য অনেক কন্যারা মার খায়, অবলাদের ওপর অত্যাচার হয়। তখন বাবা লেখেন, মা, বাবা এবং সন্তান তিনজনই বাবার কাছে এসো, বাবা বোঝাবেন। বাবাকে যখন 'সম্মানীয় পিতাশ্রী' বলে সম্বোধন করো, তাহলে চলে এসো। যদি পয়সা না থাকে তাহলে টিকিটের পয়সাও মিলে যাবে। বাবার সামনে আসলেই শ্রীমৎ মিলবে। কুমারীকে বিকারের রাস্তায় ঠেলে দেওয়া তো উচিত নয়। নাহলে পাপ আত্মা হয়ে যাবে। বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলে পবিত্র হতে হবে। আচ্ছা -

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) জীবনমুক্ত পদ পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। মাম্মা-বাবা যেমন মহারাজা-মহারানী হন, তাদেরকে অনুসরণ (ফলো) করে সেইরকম আসনে বসতে হবে। বিচক্ষণ হয়ে ভালো করে পড়া পড়তে হবে।

২) বাবার সাথে সত্যিকারের প্রীত রাখতে হবে। ক্ষমাশীল হয়ে অন্ধকে রাস্তা দেখাতে হবে। বাবার সামনে উপস্থিত হয়ে শ্রীমৎ নিয়ে পাপ আত্মা হওয়ার থেকে নিজেকে এবং অন্যকে বাঁচাতে হবে।

বরদান:- অনেক রকমের ভাবকে সমাপ্ত করে, আত্মিক ভাব ধারণের মাধ্যমে সকলের স্নেহী হও।

দেহ-ভানে থাকলে অনেক রকমের ভাব উৎপন্ন হয়। কখনও কাউকে ভালো লাগবে আবার কখনও কাউকে খারাপ লাগবে। কিন্তু আত্মা রূপে দেখলে রুহানি ভালোবাসা উৎপন্ন হবে। আত্মিক ভাব, আত্মিক দৃষ্টি, আত্মিক বৃত্তিতে থাকলে প্রত্যেকের সাথে সম্বন্ধতে এসেও অতি প্রিয় অথচ পৃথক থাকবে। তাই চলতে ফিরতে অভ্যাস করো - "আমি আত্মা"। এর ফলে অনেক রকমের ভাব-স্বভাব সমাপ্ত হয়ে যাবে এবং সকলের স্নেহীও হয়ে যাবে।

স্লোগান:- যার মধ্যে উত্সাহ-উদ্দীপনার পাখনা আছে সে সহজেই সফলতা প্রাপ্ত করে।